পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

– হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

পাক্ষিক আহ্‌মদী

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩১শে মে ১৯৮২ ইং ॥ ৭ই শাবান ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশে ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে মে ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৫ম পারা, ১৫শ ও ১৬শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'একতা, সৌভ্রাতৃত্ব : খেলফত শৃঙ্খলা ও এতায়াত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'নেজামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও উহার গুরুত্ব ; মালী কুরবানীর গুরুত্ব * লাজেমী চাঁদা আদায়ের গুরুত্ব'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ নাযের বয়তুল মাল, রাবওয়া	৫
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* নেযামে-ওসিয়ত	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* ফজিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়	মৌলভী মোহাম্মদ আমীর, বাঙলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১৬
* তওবার কবুলিয়ত	হঃ মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূইয়া	১৯
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৩	হঃ মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৩
* সংবাদ		১৪

দোয়ার আবেদন

জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব (প্রেসিডেন্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত আঃ) কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ আছেন। তাঁহার আশু রোগমুক্তির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৯ বাংলা : ৩১শে মে ১৯৮২ইং : ৩১শে হিজরত ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে]

৫ম পারা **১৪শ রুকু**

৯৮। নিশ্চয় যাহাদিগকে ফেরেশতাগণ এমতবস্থায় মৃত্যুদান করে, যখন তাহারা নিজেদের
উপর যুলুম করিতে ছিল, তাহারা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) বলিবে, তোমরা কি অবস্থায়
ছিলে ? তাহারা (অর্থাৎ হিজরত হইতে পলায়নকারীগণ উত্তরে) বলিবে আমাদিগকে
পৃথিবীতে দুর্বল গণ্য করা হইত, (তাই আমরা হিজরত করি নাই) তাহারা (অর্থাৎ
ফেরেশতাগণ) বলিবে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে উহার মধ্যে তোমরা
হিজরত করিতে ? সুতরাং এই সব লোকের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম এবং বসবাসের
জন্য ইহা স্থান।
৯৯। তবে পুরুষ, নারী এবং বালক বালিকাগণের মধ্য হইতে তাহারা ব্যতীত যাহারা
(প্রকৃতপক্ষে) দুর্বল (এবং) তাহারা কোন তদবীর করিয়া উঠিতে পারে না এবং
উদ্ধারের কোন পথও খুঁজিয়া পায় না।
১০০। এই সকল লোকের সম্বন্ধে আল্লাহর মার্জনা নিকটবর্তী। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই
মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।
১০১। এবং যে কেহ আল্লাহর পথে হিজরত করিবে সে পৃথিবীতে সমৃদ্ধ স্থান এবং প্রাচুর্য
লাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুলের উদ্দেশ্যে নিজের গৃহ হইতে হিজরত
করিয়া বাহির হয় অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে, (বুঝিও যে) তাহার পুরস্কারের ভার
আল্লাহর উপর বর্তিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বারবার করুনাকারী দয়াল।
১০২। এবং যখন তোমরা যামিনে সফর কর এবং আশংকা কর যে, যাহারা কুফর করিয়াছে
তাহারা তোমাদিগকে দুঃখ দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর, তবে ইহাতে
কোন পাপ হইবে না, নিশ্চয়ই কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
১০৩। এবং যখন তুমি (নিজে) তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায
পড়াও তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল যেন তোমার সংগে (নামাযের জন্য)
দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে এবং যখন তাহারা সেজদা
শেষ করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে)

দণ্ডায়মান হয়, এবং অন্যদল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই, তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে ; এবং যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহারা কামনা করে যেন তোমরা স্বীয় অস্ত্র-সস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও এবং তাহারা অতর্কিতে একযোগে তোমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। এবং বৃষ্টিপাতের জন্য যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিলে তোমাদের কোন পাপ হইবে না এবং তোমরা (সদা) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখ। আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

১০৪। অতঃপর যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন তোমরা দাড়ানো, বসা এবং কাত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন তোমরা (মনোযোগ সহকারে) নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মোমেনদের উপর ফরয।

১০৫। এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য করিওনা। যদি তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও (সেইরূপ) কষ্ট হয়, এবং তোমরা তো আল্লাহ হইতে (অনুগ্রহ ও কল্যাণের) আশা রাখ, যাহার তাহারা আশা রাখে না এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬শ রুকু

১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্য সহ (এই) কিতাব তোমার প্রতি এইজন্য নাযেল করিয়াছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যাহা (অর্থাৎ সত্য) দেখাইয়াছেন তদ্বারা তুমি জনগণের মধ্যে বিচার কর এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইওনা।

১০৭। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, বারবার করুণাকারী।

১০৮। এবং যাহারা নিজেদের আত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাহাদের হইয়া বিতর্ক করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন না যে বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

১০৯। তাহারা জনগণ হইতে (নিজেদের পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না ; অথচ আল্লাহ তখনও তাহাদের সংগে থাকেন যখন তাহারা রাত্রি বেলায় এমন কথার মন্ত্রনা করে, যাহা তিনি পসন্দ করেন না, বস্তুতঃ তাহারা যাহা করে, আল্লাহ উহার পরিবেষ্ঠন কারী।

১১০। দেখ! তোমরা সেইসব লোক, যাহারা ইহজীবনে জগতে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিয়াছিল কিন্তু কেয়ামত দিবসে আল্লাহর সমীপে কে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকিল হইবে?

(৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

একতা, পেয়ার, সৌভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও স্নেহ

১। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তখন পর্যন্ত কেহ মুমেন হইতে পারেন না, যে পর্যন্ত সে অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ না করে, যাহা তাহার নিজের জন্য পছন্দ করে" অর্থাৎ যদি নিজের জন্য আরাম, সুখ, সাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ চাহে, তবে অন্যের জন্যও তাহাই চাহিবে।

[বুখারী কিতাবুল ঈমান, ১:৬ পৃঃ]

২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লতায়ালা আনহু বর্ণনা করিতেছেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন বলিবেন : কোথায় তাহারা যাহারা আমার গৌরব ও মহিমার জন্য পরস্পর পেয়ার মহব্বত পোষণ করিত? আজ যখন আমার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া নাই, আমি তাহাদিগকে আমার রহমতের ছায়া তলে তাহাদিগকে স্থান দিব।"

[মুসলিম, কিতাবুল বিরে ওয়াস সালাহ ২-২ : ১০০ পৃঃ]

৩। হযরত মিকদাদ বিন মায়দিকারাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসে তখন তাহার ভ্রাতাকে ইহা জানিতেও দিবে যে, সে তাহাকে ভালবাসে।"

(তিরমিযি, কিতাবুয্ যোহদ বাবু এ'লমেল হুব্ব ২:৬২ পৃঃ)

৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু বর্ণনা করিতেছেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তোমাদের তিনটি বিষয় ভালবাসেন। এক, তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। তাঁহার সহিত কোন কিছু বা কাহাকেও শরীক না কর। দুই, সকলেই তাঁহার রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধর। ঐক্য ও একতার সহিত বাস কর এবং বিভেদ সৃষ্টি না কর, দলাদলি না কর। তিন, তিনি পছন্দ করেন না বাদ-প্রতিবাদ, কলহ ও বাড়াবাড়ি, অধিক প্রশ্ন এবং নষ্ট করাকে।

[মুসলিম, কিতাবুল আকযিরাহ বাবুন নাহা আন কাসরাতিল মাসায়েল মিন গাইরে হাজাতেহ, ২—২:১০০ পৃঃ]

খেলাফত, শৃঙ্খলা ও এতায়াত

৫। "আল্লাহতায়ালা তোমাদের ধর্মকে নবুওত দ্বারা শুরু করিয়াছেন। যতদিন আল্লাহ্ চাহেন, ততদিন নবুওত মোমেনদের মধ্যে কায়েম থাকিবে। অতঃপর উহা উঠিয়া গেলে নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে। যতদিন আল্লাহ চাহেন ততদিন তাহা কায়েম থাকার পর শোষণ ও জুলুমের রাজত্ব কায়েম হইবে। অতঃপর আল্লাহ উহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিলে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা উহার অবসান ঘটাইয়া পুনরায় নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই বলিয়া তিনি (রসুল করীম সাঃ) নীরব হইয়া গেলেন।" (মুসলিম)

৬। "যে কেহ জামাত হইতে এক বৃত্ত দূরে সরিয়া যায়, সে নিশ্চয় ইসলামের জোয়াল নিজ স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেয়।" (আবু দাউদ)।

৭। "নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ সদৃশ, যেমন ভেড়ার জন্য নেকড়ে বাঘ যাহা পাল ছাড়া ভেড়াকে বা যেগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় বা এক কোণে চলিয়া যায়, তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সুতরাং শাখা-পথ পরিহার কর এবং জামাত ও সাধারণের সহিত সংযুক্ত থাক।" (আহমদ)

৮। "তোমরা আমীরের কথা শুন এবং তাহার এতায়াত কর, যদিও তোমাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করা হয় এবং তোমাদের সম্পদ কাড়িয়া লওয়া হয়। সুতরাং শুন এবং এতায়াত কর।" (মুসলিম)

{ হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত }

অনুবাদ—**এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার**

সুরা নেসা

(২-এর পাতার পর)

১১১। যে কেহ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রর্থনা করে তবে সে নিশ্চয় আল্লাহকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও বারবার করুণাকারী হিসাবে পাইবে।

১১২। যে কেহ পাপ কাজ করে অবশ্যই সে উহা নিজের বিরুদ্ধে করে; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১১৩। এবং যে কেহ কোন অপরাধ বা পাপ কাজ করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির বোঝা পাপের উপর আরোপ করে, তবে (বুঝিও যে), সে নিশ্চয় এক মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা উঠাইল।

(ক্রমশঃ)

['তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

নেজামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও উহার গুরুত্ব

"স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলিফা বলে এবং রসুলের স্থলাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই হইতে পারেন যাহার মধ্যে যিল্লিভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসুলের কামালিয়ম সমূহ বিদ্যমান থাকে। এই জন্য রসুল করীম (সাঃ) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলিফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেন নাই। কিননা খলিফা প্রকৃতপক্ষে রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ খলিফা রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব ঃ যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় না, সেইজন্য খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে নবীগণের সত্বাকে—যাহা পৃথিবীর সকল সত্বা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম—কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব স্বরূপ কায়েম রাখিবেন। এই উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা খেলাফতের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেন দুনিয়া কখনো এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হইতে বঞ্চিত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে সে নিজ অজ্ঞতা বশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদাতায়ালার এই ইচ্ছা কখনই ছিল না যে রসুল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্তই খলিফাগণের ভূষণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তাহার পর দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তো যাক কোন পরোয়া নাই।" (শাহাদাতুল কুরআন, পৃঃ ৫৮)

মালী কুরবানীর গুরুত্ব

"যে ব্যক্তি এসকল জরুরী মহাকার্য্যাবলীতে অর্থ দান করিবে আমি আশা করি না যে তাহার এরূপ অর্থদানে তাহার সম্পদে কোন অভাব ঘটিতে পারে, বরং তাহার মালে বরকত দান করা হইবে। সুতরাং আপনাদের উচিত, খোদাতায়ালার উপর তওক্কল (নির্ভর) করিয়া পূর্ণ এখলাস, জোশ ও মহব্বতের সহিত মালী কুরবানীতে তৎপর হউন। এখন খেদমত পালনের সময়। তারপর এরূপ সময় আসিতেছে যখন একটি স্বর্ণের পাহাড়ও এই পথে খরচ করিলে তাহা বর্তমান সময়ের একটি পায়সারও সমান হইবে না। এখন এইরূপ এক সময়, যখন তোমাদের মধ্যে খোদাতায়ালার সেই প্রেরিত মহাপুরুষ বিদ্যমান, যে মহাপুরুষের আগমনের জন্য শত শত বৎসর ধরিয়া উম্মতগণ অপেক্ষমান ছিল; যখন প্রতিদিন খোদতায়ালার পক্ষ হইতে অসংখ্য ঐশী-সংবাদ ও নিদর্শন বহু ওহী-এলহাম অবতীর্ণ হইয়া চলিয়াছে, এবং খোদাতায়ালা ক্রমাগত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র সে ব্যক্তিই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যে তাহার প্রিয় মাল এই পথে খরচ করে।" (ইশতেহার তবলীগে রেসালত)

খোদাই মদদ ও স্বর্গীয় সাহায্য লাভের অন্যতম উপায়

"লাযেমী চাঁদাসমূহ তো বাধ্যকর ; যে ভাবেই হউক, আপনাদের উহা পরিশোধ করা উচিত।" **—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)**

সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়কে ইসলামের আলোকে আলোকিত করা, সমগ্র মানবহৃদয়ে সৈয়দনা হযরত মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রেমশিখা উদ্দীপিত করা এবং সমস্ত জগতকে খোদায়ে-ওয়াহেদের আস্তানায় ঝুকাইয়া দেওয়া—এক অতি মহান উদ্দেশ্য, যাহার বাস্তবায়ন খোদায়ী মদদ ও স্বর্গীয় সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। সেই খোদায়ী মদদ ও নুসরতকে আকর্ষণ করার জন্য জরুরী, মানুষ যেন খাদাতায়ালার অনুগত ও ওফাদার বান্দা হইয়া জীবন যাপন করে, তাঁহার সন্তোষলাভের জন্য প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী পেশ করিয়া যাইতে থাকে এবং তাঁহার প্রতি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা ও বে-ওফাই প্রদর্শন না করে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :

"যদি তোমরা আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঈমানের উপরে কায়েম থাক, তাহা হইলে ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদিগকে তালীম দান করিবে, স্বর্গীয় প্রশান্তি ও স্বস্তি তোমাদিগের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে এবং রুহুল-কুদুস (পবিত্রাত্মা) দ্বারা তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।"

(তাযকারাতুশ শাহাদাতাইন)

দুনিয়া ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত এবং উহাতেই আত্মবিভোর। কিন্তু জামাতে আহমদীয়া সুখে দুঃখে, কষ্টে শান্তিতে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার ফজলে তাহাদের ধন-সম্পদ আল্লাহতায়ালার পথে মুক্ত হস্তে ও উদার চিত্তে দান করিয়া যাইতেছে, এবং এইভাবে তাহারা আল্লাহর পথে আন্তরিক নিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গ ও বিশ্বস্ততার কার্যতঃ প্রমাণ পেশ করিয়া চলিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ। আহমদীয়া জামাত খোদাতায়ালার ফজলে এই একীন ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, খোদাতায়ালার বাক্য সমূহ নিশ্চয় পূর্ণ হইবে, তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণের পথ নির্দেশ না তাহারা লাভ করিতে থাকিবে ও আসমানী পরিতৃপ্তি ও স্বস্তি, ইনশাআল্লাহ তাহাদের উপরে নাযেল হইবে এবং রুহুল-কুদুসের দ্বারা তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলিয়াছেন : **"লাযেমী চাঁদাসমূহ তো ফরয (বাধ্যকর) ; যেভাবেই হউক আপনাদের উহা পরিশোধ করা উচিত।"**

আপনি কি আপনার সাকুল্য আয়ের উপর নিয়মিত হারে লাযেমী চাঁদা সমূহ (চাঁদা আম, তাহ্‌রীক জাদীদ, ওসিয়ত) এবং সালানা জলসার চাঁদা) আদায় করিয়া দিয়াছেন ?

উক্ত চাঁদাগুলি আদায় করার প্রতি অনতিবিলম্বে মনোনিবেশ পূর্বক আল্লাহতায়ালার অধিকতর ফজল ও রহমত এবং বরকতের ওয়ারেস হউন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সহায় হউন এবং স্বীয় অপার অনুগ্রহে আপনাদের কুরবানী কবুল করুন। আমীন।

(অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ) **—নাযের বয়তুলমাল, রাবওয়া**

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৫ই মার্চ ১৯৮২ তারিখে মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে খোদাতায়ালার রোশনি হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হও।

ইহার উপায় ও পন্থা কুরআনকরীম এই নির্দেশ করিয়াছে যে খোদাতায়ার দিকে খালেস রজু কর, তওবা কর, এবং তওবার উপরে কায়েম থাক।

তওবা জীবনের মাত্র কয়েক মুহূর্তের ভাবাবেশের নামান্তর নয় বরং উহা তো সমগ্র জীবনের সার্বক্ষণিক বিশেষ ভাবধারার নামান্তর।

খোদাতায়ালার দিকে বিশেষভাবে রজু ও মনোযোগী হইয়া, ভুল-ত্রুটি স্বীকার করিয়া সলজ্জ হৃদয়ে একান্ত বিনয়ের সহিত মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য ভিক্ষারত থাকিয়া জীবন যাপন করা—ইহারই নাম তৌবা।

সত্যিকার ও প্রকৃত তৌবাকারীদিগকে খোদাতায়ালা ইহজগতেও এবং পরকালেও মহান সুসংবাদ নিচয়ে ভূষিত করিয়াছেন।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন: বিগত আট-দশ দিন তীব্র ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাটিয়াছে—এখন আল্লাহতায়ালার ফজলে আরোগ্য হইয়াছে কিন্তু কিছুটা দুর্বলতা এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা ফজল করিবেন, ইহাও দূর হইয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলাহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ কোন জাতি, ভূ-ভাগ বা কোন যুগ বিশেষের জন্য নয় বরং কেয়ামতকাল ব্যাপী সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই তাঁহার মহান আবির্ভাব। আর তাঁহার এই 'বেয়সাত' বা আবির্ভাব ছিল বশীর ও নযীর (সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী) হিসাবেও। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার আরও বহু সিফাত বা গুণ ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে কিন্তু তাঁহার বোনিয়াদী সিফাত এবং আগমন উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে তাঁহার নযীর হওয়াও অন্যতম।

তাঁহার প্রতি ঈমান আনায়নকারীগণও আছেন—যাহারা তখনও পয়দা হইয়াছেন, অনন্তর তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং আজও হইয়া চলিয়াছে। তেমনিভাবে, তাঁহার অস্বীকারকারীরাও রহিয়াছে। তাঁহার বশীর ও নযীর হওয়া উক্ত উভয় প্রকার লোকের জন্যই নির্ধারিত। অর্থাৎ তিনি তাঁহার মান্যকারীদিগকেও এ বিষয়ে হোশিয়ার করিয়াছেন যে, এমন ভুল করিয়া

বসিবে না যে ঈমান আনয়নের পর তোমাদের হৃদয়ে বক্রতার সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসা পাওয়ার পর তাঁহার গজবের উপযোগী হইয়া পড়। আর যাহারা ঈমান আনে নাই, তিনি (সাঃ) তাহাদিগকেও হোশিয়ার করিয়াছেন যে, এক মহান শরীয়ত তোমাদের কল্যাণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই শরীয়ত ও এই দ্বীনের অনুশাসন মানিয়া চল, উহার আহকাম অনুযায়ী আমল কর। আর তোমাদের সপক্ষে খোদাতায়ালার মহা সুসংবাদ সমূহ রহিয়াছে। যদি তোমরা সেগুলির প্রতি কর্ণপাত না কর, সেগুলিকে অবহেলা কর, তাহা হইলে ঐ সকল সুসংবাদ হইতে তোমরা বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। যদি সেগুলির প্রতি কর্ণপাত কর, মান ও আমল কর এবং কুরবানী সমূহ পেশ কর, তাহা হইলে সতর্ক-করণমূলক বিষয়গুলির প্রয়োগ তোমাদের উপর হইবে না, বরং তোমরা সুসংবাদ সমূহের উপযোগী হইবে।

কুরআন করীম 'ইনযার' ও তবশীর' তথা সতর্ককরণ ও সুসংবাদদানে ভরপুর রহিয়াছে। এখন আমি উহাদের একটি উদাহরণ পেশ করিতে চাই। সুরা তাহরীমে আল্লাহতায়ালা বলেন,

قوا انفسكم واهليكم نارا (التحريم - ٨)

অর্থাৎ, নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে খোদাতায়ালার গজব বা রোশাগ্নি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা কর।

খোদাতায়ালা কুরআন করীমে اهليكم (পরিবার-পরিজন) সংক্রান্ত একটি সতর্ক-করণমূলক দিক ইহাও নির্দেশ করিয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি নিজে তো ঈমানের অধিকারী হইয়া থাকে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে, এবং সুসংবাদ সমূহের পাত্র হইয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি তাহার জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেরাতে-মুস্তাকীম হইতে দুরে সরাইয়া দেওয়ার কারণ ঘটায়। সেইজন্য কাহারো একথা বলা যে সে সেরাতে-মুস্তাকীমে কায়েম হইতে পারিয়াছে—ইহাই যথেষ্ট নয়। আর এজন্য যথেষ্ট নয় যে, তাহার জীবনের যে নিকটতম ফেৎনা বা পরীক্ষা তাহা তো তাহার ঘরেই বিদ্যমান।

সেইজন্য ভবিষাদ্বংশধরদের শিক্ষা ও তরবিয়ত দান করা যেমন ঐ সকল বংশধরদের জন্য কল্যাণজনক, তেমনি তাহার নিজের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষের উচিত ফেৎনা হইতে নিজেকে বাঁচানোর এবং খোদাতায়ালার গজব হইতে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা। যে আল্লাহ-প্রেম তাহার হাসিল হইয়াছে উহা যেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার এবং তাহার পরিবার-পরিজনের মধ্যেও স্থিতিশীল থাকে, যাহাতে তাহারা খোদাতায়ালার সন্তোষের জান্নাত সমূহে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হইয়া থাকিতে পারে।

সুরা তাহরীমেই নবম আয়াতে বর্ণিত আছে :—

يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا

হুকুম ছিল এই যে, নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও, তাহাদের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ কর। আর উক্ত আয়াতে উহার উপায় ও পথ নির্দেশ করা

হইয়াছে (এই আয়েতে সুসংবাদ রহিয়াছে)। ইহা শুরু করা হইয়াছে এইভাবে যে, খোদাতায়ালার দিকে খালেস রুজু কর, তৌবা কর এবং তৌবাতে কায়েম থাক। তৌবা সমগ্র জীবনের সামগ্রিক ও সার্বক্ষণিক এক বিশেষ অবস্থার নামান্তর। আল্লাহর দিকে রুজু করিয়া, মনোযোগী ও প্রণত হইয়া, সকল ভুল-ত্রুটি স্বীকার করিয়া, সলজ্জ হৃদয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকিয়া জীবন যাপন করা—ইহারই নাম হইল তৌবা। আগে ইহার দুইটি শাখা রহিয়াছে—আকীদা বা বিশ্বাসগত এবং আমল বা কর্ম-গত উভয় দিকই ইহার অন্তর্গত। অর্থাৎ খোদাতায়ালার 'ইরফান' (বা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান)-এর অধিকারী হওয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য, তাঁহার নূর ও জ্যোতি ও তাঁহার সৌন্দর্যগত বৈশিষ্ট্যাবলীকে অনুধাবন ও সনাক্ত করতঃ এবং তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকার অনিষ্ট ও অকল্যাণ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তাহা হইতে আত্মরক্ষা করায় সচেষ্ট থাকা—ইহা হইল আকীদা বা বিশ্বাসগত দিক দিয়া তৌবা করা। অর্থাৎ মানুষের যেন এই আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, যদি সে আল্লাহর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করে এবং তাঁহার সহিত তাহার তৌবা মূলক সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইসলাম শুধু ফিলোসফি বা দর্শন নয়। প্রকৃত দর্শন যে একমাত্র ইসলামই ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ইসলাম শুধু দর্শন নয়। বরং ইহা তো আমাদের জীবনের এক সর্বাঙ্গ সুন্দর কার্যক্রম, যাহা আমাদিগকে জ্ঞাত করান হইয়াছে, যাহার উপর পরিচালিত হইয়া আমাদের জীবন খোদাতায়ালার আলোকে আলোকিত হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্যে সুশোভিত হয়।

সুতরাং আল্লাহ বলিতেছেন, যে হুকুম এ আয়াতে দেওয়া হইয়াছে উহা পালন করার পন্থা আমরা (পরবর্তী আয়াতে) তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি এই যে, আল্লাহতায়ালার দিকে সর্বক্ষণ খাঁটি, ঐকান্তিক ও সার্বিক রূপে রুজু ও আত্মসর্পন করিতে থাক। ইহার ফলোদয় হইবে। এই খাঁটি ও ঐকান্তিক তৌবার প্রথম ফল হইবে এই যে আল্লাহতায়ালা তোমাদের পাপ ও ভুল-ত্রুটি (আমি উক্ত আয়াতের ভাবার্থ ও বিষয়বস্তু পেশ করিতেছি ; আরবী শব্দগুলির পুনরুক্তি করিব না) তৌবার ফলশ্রুতিতে মোচন করিয়া দিবেন। তোমাদের জীবদ্দশাতেই তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করিতে থাকিবেন। মানুষ দুর্বল, ভুল করিয়া বসে কিন্তু মানুষের দাম্ভিক ও অহংকারী হওয়া উচিত নয়। সে ভুল করিতে পারে না এমন যেন সে মনে করিতে আরম্ভ না করে। সেইজন্য সর্বক্ষণ খোদার দিকে তাহার রুজু ও মনোযোগী হইয়া তাঁহার সমীপে তৌবা করা উচিত এবং সর্বক্ষণ খোদাতায়ালার ফজল ও কৃপাকে আহরণ করিয়া নিজের গাফিলতি ও অবহেলা সমূহের প্রতিকার ও নিরসনে সচেষ্ট ও আত্মনিয়োজিত থাকা উচিত।

অতএব সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে এই যে তৌবা করিলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করা হইবে। ইহা হইল নেতিকব্যচক দিক, ইহাও খোদাতায়ালার রহমতের একটি দিক—অর্থাৎ জীবন বা হৃদয়-ভূমিকে পাপ মুক্ত করা হইবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইবে। আর দ্বিতীয় দিকটি হইল এই যে তোমাদের জন্য জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি করা হইবে। কুরআন

করীমে প্রকাশ যে, জান্নাত দুইটি। এক ইহজীবনের জান্নাত; দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর-পারের জান্নাত। ইহ জীবনেও জান্নাত তুল্য অবস্থাবলী তোমাদের গৃহে সৃষ্টি হইবে। এবং মৃত্যুর পর মানুষ যে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করিয়া থাকে উহাও জান্নাতী জীবন—জান্নাতের বহির্ভূত ঐশী ক্রোধাগ্নির জাহান্নামে যাপনকারী জীবন হইবে না।

সুসংবাদবহ এই আয়াতে তৃতীয়তঃ আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন এই যে, প্রত্যেক পাপই হইল লাঞ্ছনা ও অবমাননা। এবং সর্বাপেক্ষা বড় লাঞ্ছনা হইল সেই ঘৃণার দৃষ্টি, যাহা মানুষ তাহার প্রতি তাহার রবের চোখে দেখিতে পায়। এখানে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, তিনি তাঁহার নবীকে (সাঃ) লাঞ্ছিত করিবেন না এবং সেই সকল ব্যক্তিকেও, যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের জন্য এখানে শুভ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এই যে, যে ইজ্জত ও সম্মানের মর্যাদায় 'আল-নবী' (সাঃ)-কে রাখা হইবে, উহাতে তাঁহার সংস্পর্শে তাঁহারই সঙ্গে তৌবাকারী মুমেনদিগকেও রাখা হইবে।

চতুর্থ কথা এখানে বলা হইয়াছে এই যে তাহাদের নূর ও আলো তাহাদের সামনেও প্রসারিত হইবে ও দৌড়াইতে থাকিবে এবং উহা তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বেও বিস্তৃত হইবে। এখানে বলা হইয়াছে এই যে, যাহারা আকীদা ও আমল (ভাব ও কর্ম) উভয় ধারায় তৌবা করিবে এবং আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত পথ সমূহে চলিবে এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ মুক্ত, নিখুঁত ও নির্মল ভাবে আমলসমূহ পালন করিবে যেগুলির মধ্যে কোন রেয়া (লোক দেখানো ভাব ও অহংকার) থাকে না বরং যাবতীয় আমল আল্লাহতায়ালার প্রীতির উৎস হইতে উপছিয়া বাহির হয় এবং খোদাতায়ালার নিকট কবুল ও গৃহীত হয়, আল্লাহতায়ালা ঐ সকল লোককে এক নূর ও জ্যোতি দান করিবেন।

এই যে নূর দান করা হয় ইহাও ইসলামে একটি স্ববিস্তারিত বিষয়। ইহার একটি দিক হইল এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মুমেনের 'ফেরাসত' বা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করিয়া চলিবে; তাহাকে 'নূরে-ফেরাসত' দান করা হয়।

মোট কথা, মুমেনকে এক নূর দান করা হইবে এবং সেই নূর শুধু বর্তমানকেই অর্থাৎ শুধু আমার বা আপনাদের জীবনের 'আজ'-কে আলোকিত করিবে না বরং সামনের দিকেও দৌড়াইতে থাকিবে, অর্থাৎ ভবিষৎকেও আলোকজ্জ্বোল করিবে। এবং এই নূরের ফলশ্রুতিতে মুমেনের দক্ষিণ দিকও আলোকিত হইবে। ('দক্ষিণ' দ্বীনে-ইসলামের দিকে ইঙ্গিত দান করে) অর্থাৎ দ্বীনের দিকে সহি ও সুষ্ঠু প্রবণতার সঞ্চার করিবে অর্থাৎ দ্বীনকে দুনিয়ার উপর মকাদ্দম ও অগ্রগণ্য করার মনোবল ও সাহসিকতা দান করিবে, উহার জন্য দৃঢ় সংকল্প শক্তি এবং তৌফিক (সুযোগ ও সামর্থ ও) প্রদান করিবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। দ্বীনের দিকে মনোযোগ কায়েম থাকিবে এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে "খাতেমা বিল-খায়ের তথা শুভ পরিণাম ঘটিবে। আর পরিশেষে বলা হইয়াছে এই যে তাহাদের মকবুল দোওয়াসমূহ আল্লাহ-তায়ালার রহমতকে আকর্ষণ ও আহরণ করিবে। তাহারা এই দোওয়া করিবার তৌফিক

লাভ করিবে যে, (ইহার পূর্বেই আমি আর একটি বাক্য বা বক্তব্য রাখিতে চাই এই যে, কোন মানুষ যতই উচ্চ মার্গ বা মর্যাদা লাভ করুক না কেন, তথাপি সে শেষ বা চূড়ান্ত সীমার মার্গে উপনীত হইতে পারে না। সেই দিক হইতে তাহার মধ্যে (এক প্রকার) ত্রুটি কিংবা কামালিয়াত বা পূর্ণতার অভাব থাকিয়া যায়, সুতরাং তাহারা এই দোওয়া করার তৌফিক লাভ করিবে যে,) 'হে খোদা! আমাদের নূরকে আরও কামেল ও পূর্ণ কর।' এবং তাহাদের এই দোওয়া কবুল হইবে। তাহাদের নূর একটির পর আর একটি কামালিয়তের দিকে ধাবিত হইয়া যাইতে থাকিবে এবং তাহারা সদা-সর্বদা মাগফিরাতের ছায়ার নীচে ঐশী-হেফাজতে তকওয়ার জীবন যাপন করিবে এবং সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার মহান কুদরত সমূহের জলওয়া সমূহ তাহাদের জীবদ্দশাতেও এবং মরনের পরেও তাহাদের উপর প্রকাশমান হইতে থাকিবে।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে উক্ত শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক ও সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(আল-ফজল, ২৮শে মে ১৯৮২)

অনুবাদ—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

২৭শে মে—খেলাফত দিবস

কুরআন শরীফে ও সহি হাদিসে প্রতিশ্রুত "খেলাফত আলা-মিনহাজেন-নবুয়ত" পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান দিবস ২৭শে মে। ইসলাম ও আহমদীয়াত তথা মানব ইতিহাসের একটি চির-স্মরণীয় পবিত্র দিবস। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) এর এন্তেকালের পরবর্তী দিবসে কুরআন ও হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রণীত আল-ওসীয়ত পুস্তকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম বিকাশস্থল ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) ও দ্বিতীয় মহান খলিফা ছিলেন হযরত মুসলেহ মওউদ মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)। বর্তমানে তৃতীয় খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন হযরত ফাতেহুদ্দীন হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)। এই পবিত্র দিবস উপলক্ষে খেলাফতের মর্যাদা, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কল্যাণ এবং উহার প্রতি জামাতের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জামাতে যথারীতি বিশেষ আয়োজন করা হয়। যে জামাতে এই দিবস এখনও পালন করা হয় নাই অতি সত্বর তাহা পালন করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দান করুন, আমীন।

'দোওয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বিরাট শক্তি রাখিয়াছেন। খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার ইলহাম যোগে ইহাই জানাইয়াছেন যে যাহা কিছু হইবার তাহা দোওয়ার দ্বারাই সাধিত হইবে। আমাদের অস্ত্র তো কেবল দোওয়াই। এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন (পার্থিব) অস্ত্র আমার নিকট নাই। যাহা কিছু আমরা গোপনে ও নীরবে খোদাতায়ালার নিকট মাগিয়া থাকি তিনি তাহা বাস্তবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দেন।''

—**হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)**

আহমদী
৩১ মে, ১৯৮২

নেযামে-ওসিয়ত

নেযামে-ওসিয়ত শুধু দশম অংশ মালী কুরবানীর নাম নয়। উহা তো জমীনের (পার্থিব) নিম্নতম স্তর হইতে আসমানের (রুহানী) উচ্চতম স্তরে উপনীত হওয়ার নাম।

এই নেযামের রুহ্ বা প্রাণ বস্তু হইল পূর্ণ ও ভরপুর ইসলামী জীবন যাপন এবং সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী পেশ করার জন্য প্রস্তুত ও তৎপর থাকা।

খোদাতায়ালা তোমাদের প্রতি এই নেযামের আকারে যে এহসান বা অনুগ্রহ করিয়াছেন, নিজেদের ভুলবশতঃ উহার অমর্যাদা করিও না।

—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

৩০শে এপ্রিল ১৯৮২ ইং রাবওয়ায় মসজিদে-আকসায় জুমার খোৎবা এরশাদ করিতে গিয়া হুজুর আকদাস (আইঃ) তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন: আল্লাহতায়ালা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা জামাতে আহমদীয়ায় নেযামে-ওসিয়ত কায়েম করিয়াছেন। নেযামে-ওসিয়ত সকল দিক দিয়াই অতি মহান ও অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ইহার দ্বারা সেলসেলা আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে এরূপ একটি শ্রেণী বা দল সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে, যাহারা নিজেদের যাবতীয় দ্বীনি ও জামাতী দায়িত্বাবলীকে এতই মনোযোগ, আত্মোবিভোরতা ও উদ্যম এবং তৎপরতার সহিত পালনকারী হয় যে, তাহাদের এবং জামাতের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যেন এক বৈশিষ্ট্য ও সাতন্ত্র্যমূলক সীমারেখা কায়েম হয়।

হুজুর এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, নেযামে-ওসিয়ত শুধু দশম অংশের মালী কুরবানী করারই নাম নয়, বরং নেযামে-ওসিয়ত হইল জমীনের (তথা পার্থিব) নিম্নতা হইতে আসমানের (তথা রুহানী উন্নতির) সুউচ্চ স্তর সমূহে উপনীত হওয়ার নাম, ইহা হইল অপরাপর সকলের মোকাবিলায় সুপ্রকাশ্যরূপে ভরপুর ইসলামী জীবনযাপনের নাম—এরূপ ভরপুর জীবন যাহা সর্বতোভাবে একজন ওসিয়তকারীর সত্ত্বা বা জীবনকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে, তাহাকে রুহানী উন্নতির উচ্চ আকাশে উপনীত করে এবং খোদাতায়ালার পেয়ার ও ভালবাসার পাত্রে পরিণত করে। নেযামে-ওসিয়তের রুহ্ বা প্রাণ-বস্তুকে অনুধাবন করিয়া যথাসাধ্য ভরপুর ইসলামী জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে জামাতকে সর্বক্ষণ সজাগ ও সতর্ক থাকার এবং ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ত্রুটি ও দুর্বলতাকেও দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে সদা প্রস্তুত ও তৎপর থাকার প্রয়োজন।

নেযামে-ওসিয়তের রুহ্‌ বা প্রাণ বস্তু ঃ

খোৎবা জারী রাখিয়া হুজুর বলেন, এক সময় জামাত অনুভব করিল যে, কোন কোন সচ্ছন্দ স্বামী তাহার স্ত্রীর ৩২ টাকা মোহরানা ধার্য করেন এবং ইহাকে ইসলামী মোহরানা বলিয়া কল্পনা করেন, অথবা কেহ কেহ এমনও হইয়া থাকেন যাহারা একশত বা এক হাজার টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া বিবিকে সেই ধন-সম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন যাহা স্ত্রী হিসাবে তাহার পাওয়া উচিত ছিল। তারপর স্ত্রী শুধু ঐ মোহরানার উপরে ওসিয়ত করিয়া দিতেন। সেইজন্য জামাত এই ঐতিহ্য বা পদ্ধতি কায়েম করিয়াছে যে, কমপক্ষে স্বামীর ছয় মাসের আয় পরিমাণ মোহরানা ধার্য হউক। মোহরানা কম বা বেশী হওয়া এবং তারপর শুধু মোহরানার উপরই ওসিয়তকে নির্দিষ্ট করা যুক্তিগত দিক দিয়াও সঠিক নয়, ওমনিও ইহা নেযামে-ওসিয়াতর রুহ্‌ বিরোধী। নেযামে-ওসিয়তের রুহ্‌ হইল ভরপুর ইসলামী জীবন যাপন করা এবং দ্বীনের পথে সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ও তৎপর থাকা। ঐসকল কুরবানীর মধ্যে একটি মালী কুরবানীও বটে, এবং মহিলাগণের ক্ষেত্রে মালী কুরবানী শুধু মোহরানার অঙ্ক পর্যন্তই সীমিত নয়।

একটি সন্দেহ ভঞ্জন ঃ

এই প্রসঙ্গে হুজুর দুই-একজনের মনে উদ্ভাসিত একটা সন্দেহের অপোনোদন করেন। হুজুর বলেন, যখন আমার প্রথম বিবাহ হইল তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রাজিঃ) একহাজার টাকা দেন-মোহর রাখিয়াছিলেন। যখন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হইয়া আমি দ্বিতীয় বিবাহ করি তখনও আমি এক হাজার টাকাই মোহরানা রাখি। ইহাতে শয়তান কতক লোকের মনে সংশয়ের উদ্রেক করিল। তাহারা ধারণা করিল যে ওসিয়তের দৃষ্টিকোণ হইতে এই অঙ্কটি অতি ক্ষুদ্র। অথচ সন্দেহটা সর্বৈবভাবে ভিত্তিহীন। এজন্য যে মনসুরা বেগমের মোহরানা যদিও এক হাজার টাকা ছিল কিন্তু আমরা তাঁহার ওসিয়তের চাঁদা ৫৮ হাজার টাকা পরিশোধ করিয়াছি। সুতরাং এক হাজার টাকা মোহরানা মালী কুরবানীর পথে প্রতিবন্ধক হয় নাই। এবং এখনও এক খণ্ড ভূমির সম্বন্ধে ফয়সালা হওয়া বাকী আছে। মনসুরা বেগম আমার অগোচরে ১/৩ ভাগের ওসিয়ত করিয়াছিলেন এবং আমার অগোচরে তিনি নিজেই তাঁহার জীবদ্দশায় সেই অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করিতেন। আর যখন উক্ত ভূখণ্ডটির ফয়সালা হইয়া যাইবে তখন ১/৭ ভাগ হিসাবে তাঁহার হিস্‌সা-ওসিয়ত সত্তর বা পচত্তর হাজার টাকা আরও পরিশোধ করা হইবে। এমনি ধারায় সর্বমোট পরিশোধিত টাকার পরিমাণ তাহার পক্ষ হইতে দাঁড়াইবে সোয়া লক্ষ টাকা। এখন দেখা যাইতেছে যে, এক হাজার টাকার দেন-মোহর সোয়ালক্ষ টাকা পরিশোধের পথে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয় নাই। আসল জিনিস শুধু মোহরানার উপর ওসিয়তের চাঁদা আদায় নয় বরং আসল গুরুত্ব হইল ভরপুর ইসলামী জীবন যাপন করার এবং প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী দানের জন্য প্রস্তুত ও তৎপর থাকার উপর। আর এই সকল কুরবানীর মধ্যে মালী কুরবানী তো হইল অন্যতম মাত্র।

হুজুর বলেন, আমার দ্বিতীয় বিবি মুসী নহেন (এখনও ওসিয়ত করেন নাই)। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি তিনিও যেন ওসিয়ত করিয়া দেন। এবং যখন তাঁহার ওসিয়ত হইয়া যাইবে তখন উহাও এক হাজারের মাত্রাকে অতিক্রম করিবে। যদি কাহারও মন-মস্তিষ্কে শয়তানী ওসওসার উদ্রেক হয় তাহা হইলে মুমেনগণের উচিত, তাঁহারা যেন আল্লাহতায়ালার দেওয়া অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিজেরাই সেগুলির অপোনোদন করিয়া ফেলেন।

নেযামে-ওসিয়তের আসল দাবী :

হুজুর নেযামে-ওসিয়তের রুহ্ বা প্রাণবস্তু প্রসঙ্গে উহার আসল দাবীসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন, কতক লোকের ভুল বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে নেযামে-ওসিয়তের উপর কলঙ্কের ছাপ পড়িতেছে। বুনিয়াদী বিষয় এখন জামাতের সামনে আমি ইহা রাখিতে চাই যে নেযামে-ওসিয়ত প্রত্যেক ওসিয়তকারীনি স্ত্রীলোকের নিকট দাবী জানায় তিনি যেন মালী ময়দানের অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর হইয়া কুরবানী পেশ করেন। সকল মুসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট নেযামে ওসিয়তের দাবী এই যে তাহারা উভয়েই অন্যান্য গয়ের মুসি পুরুষ ও মহিলাদের মোকাবিলায় নিজেদের সময়, নিজেদের অনুভূতি ইত্যাদির কুরবানী অনেক বেশী করেন।

হুজুর আরও বলেন, তেমনিভাবে নেযামে-ওসিয়ত সকল ওসিয়তকারী পুরুষ ও মহিলার নিকট এই দাবী রাখে যে, তাহারা যেন উৎকৃষ্ট আখলাক ও উচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে এতই উন্নতি লাভ করেন যে, গয়র-মুসী সেই দিক দিয়া তাহাদের ধূলিকণাকেও নাগাল না পায়। তাহারা যেন খোদাতায়ালার এবং তাঁহার রসুল মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর প্রতি চরম ও পরম মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন, রাত্রিকালে উঠিয়া আল্লাহতায়ালার দরবারে দোওয়ারত থাকেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহতায়ালা 'মাকারেমে-আখলাক' তথা উৎকৃষ্টতম চারিত্রিক গুণাবলীকে চরমত্ব দানের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি সেইগুলিকে চরম রূপ দান করিয়াছেন। তিনি মাকারেমে-আখলাকের শত শত শাখার উপর আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। প্রতিটি মুসী পুরুষ কিম্বা মহিলার কর্তব্য, তাহারা যেন ঐ যাবতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্টে গয়র মুসীদের তুলনায় অগ্রগামী হন। তাঁহারা যেন এমন হন যে হুকুকুল্লাহ আদায়ে সূচের পরিমাণও কলঙ্কের ছাপ যেন তাহাদের উপর না পড়িতে পারে। তেমনিভাবে হুকুকুল-এবাদের ক্ষেত্রেও তাহারা যেন এরূপ উচ্চ আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হন যেন সবলক পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যান।

ঐশী এহসানের অমর্যাদা না করার উপদেশ :

নেযামে-ওসিয়তের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব, উহার রুহ্ এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমলী পদক্ষেপ ও কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করার পর হুজুর (আইঃ) জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগকে আল্লাহতায়ালার এই মহান এহসান ও অনুগ্রহের অমর্যাদা না করার জন্য উপদেশ দিতে গিয়া বলেন, নেযামে-ওসিয়তকে বিকৃত করিয়া সেই এহসানের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিও না যে এহসান আল্লাহতায়ালা এই জামানায় সৈয়াদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে নেযামে-ওসিয়তরূপে তোমাদের উপর নাযেল করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা যে উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুত মাহদীর দ্বারা তোমাদের প্রতি এই মহা অনুগ্রহ করিয়াছেন উহাতে দুর্বলতার সৃষ্টি হউক এবং তোমরা উহার অমর্যাদাকারী সাব্যস্ত হও ইহা আমি বরদাস্ত করিতে পারি না।

একটি ভ্রম সংশোধন ঃ

হুজুর বলেন, কোন কোন মহিলা বুঝিয়াছেন যে, ৩০ | ৩২ টাকা দেন মোহরের উপর জীবনভর ৩ টাকা পরিশোধ করিয়া তাহারা ওসিয়তকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। ইহা নেযামে-ওসিয়তের রুহের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। জামাতের এরূপ মহিলারাও আছেন যাহারা তিন তিন লক্ষ টাকা (ওসিয়তের) চাঁদা দিয়া থাকেন, কিন্তু কতক পুরুষের স্বীয় স্ত্রীদের সম্বন্ধে, অথবা কতক স্ত্রীদের নিজেদের সম্বন্ধে ইহা মনে করা যে, শুধু দেনমোহরের উপর তিন টাকা অথবা পঞ্চাশ / ষাট টাকা পরিশোধ করিয়া নেযামে-ওসিয়তে শামিল হওয়া যায়—ইহা ঠিক নয়। জামাতের কর্মকর্তাগণও এ বিষয়ে গাফলত বা ভ্রম করিয়া বসেন। ওসিত সমূহ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে তাহাদের ততটুকু তো শোধ-বোধ থাকা উচিত, যতটুকু নেযামে-ওসিয়তের রুহকে অনুধাবনকারী প্রতিটি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আহমদী পুরুষ ও মহিলার রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে হুজুর আরও বলেন, বর্তমানযুগে আর একটা প্রথা ইহাও যে, কতক লোক মনে করেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা যদিও হক-মোহর লিখাইয়া দাও, কিন্তু উহা পরিশোধ করিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ প্রদর্শনী আহমদীয়াত ও ইসলামের আওতার বাহিরে তো হইতে পারে, উহার ভিতরে হইতে পারে না।

ওসিয়তের উচ্চ মোকাম অর্জনের আহ্বান ঃ

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) বলেন, সাদা-সিধা ও সরল মুমেন হওয়ার চেষ্টা কর, খোদা-তায়ালাকে এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এত ভালবাস, যেন অন্যেরা কল্পনাও করিতে না পারে যে তাঁহাদের প্রতি এত প্রীতি ও ভালবাসাও পোষণ করা যায়। জামাতের মধ্যে ঐ সকল আহমদীর এক বিরাট শ্রেণী বা দল থাকা উচিত যাঁহারা আমার বর্ণনানুযায়ী ওসিয়তের উক্ত উচ্চ মোকামে অধিষ্ঠিত হন। ঐ সকল ওসিয়তকারীগণ আগাইয়া আসুন যাহারা ওসিয়তের মোকাম ও মর্যাদাকে অনুধাবন করেন এবং উক্ত মোকামে উত্তীর্ণ হন।

হুজুর বলেন, নেযামে-ওসিয়তের বাহিরেও পূর্বের ন্যায় খোদাতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসা লাভের পথ খোলা রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা খোদাতায়ালার অসাধারণ প্রীতি লাভকারী, তাহারা নিজদিগকে তাঁহার পথে সম্পূর্ণ উৎসর্গ ও বিলীন করিয়া দেন। যাহাদের উপর খোদাতায়ালা তাঁহার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের জলওয়া সমূহ প্রকাশ করেন তাহারা ঐ সকল লোকই হইয়া থাকেন যাহারা তাঁহার পথে আত্মবিলীন হন। ইহাই হইল নেযামে-ওসিয়তের মোকাম ও মর্যাদা। এই মোকাম ও মর্যাদা এবং মাহাত্মকে অনুধাবন করতঃ সহস্র সহস্র ও লক্ষ-লক্ষ সংখ্যায় এরূপ লোক সর্বদা আগাইয়া আসা উচিত যাহারা নেযামে-ওসিয়তে আসিয়া শামিল হন এবং বংশ পরম্পরায় শামিল হইতে থাকেন।

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) দোওয়া করেন যে, খোদাতায়ালা যেন এমন উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যাহাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের আজমত ও মহিমা মানবজাতি অনুধাবন করিতে আরম্ভ করে এবং মানবজাতি যেন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মহান আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে সনাক্ত ও কবুল করিয়া একই পরিবারে পরিণত হয়। (আমীন)

(আল-ফজল, ৪ঠা মে ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ,** সদর মুরুব্বী

ফযিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

মোকাররমী জনাব আমীর / প্রেসিডেন্ট / মুরুব্বী / মোয়াল্লেম সাহেবান,

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফজলে কুশলেই আছেন। পবিত্র মাহে রমজান সমাগত প্রায়। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর : বিশেষ করিয়া নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজল রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহন করিয়া আনে। আল্লাহতালার নিকট দো'য়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এই পবিত্র মাসে অধিক হইতে অধিকতর ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করেন। কোরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও খয়রাত করা প্রয়োজনীয়। হযরত রসুল করিম (সাঃ) এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি মাহে রমজানে ঝড় তুফানের চেয়েও বেশী প্রবল গতিতে সদকা ও খয়রাত করিতেন।

এই মোবারক মাসে যাহাতে কোরআন শরীফের দরস বাকায়দা দেওয়া হয়, সেইজন্য মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাহাদের নিজ নিজ জামাতে দরসের ব্যবস্থা করেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব তাহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম নাই সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কোরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। যদি কোন তফসীর করার মত বা আমাদের জামাতের মূল পুস্তকাদি হইতে দরস দিবার কেহ না থাকে তাহা হইলে বাংলা পড়া জানা কোন শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত সুরা ফজর, সুরা শামস, সুরা কদর, সুরা তাকাসোর, সুরা আসর, সুরা হোমাযা, সুরা ফীল, সুরা কুরায়েশ, সুরা মাউন, সুরা কওসার, সুরা কাফেরুন, সুরা লহব, সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস-এর তফসীর এবং পবিত্র কোরআন-এর সুরা ফাতেহার তফসীর যাহা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারাহ হইতে যে ধারাবাহিক তরজমা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে উহাও পাঠ করিবেন। সেইজন্য এখন হইতে পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেককে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করিয়া নাযেরা কোরআন পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে আমাকে অবগত করিবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনাব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন, সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্ন নেগরানী রাখিবেন। গ্রামবাসী যাহারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা

মাসিক কমপক্ষে ১৭৫ টাকা হারে 'ফিদিয়া' জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের টাকা প্রয়োজনমত সমাক বা একাংশ রোজা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব আহমদী ভ্রাতাদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেজগাঁও ও মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও নারায়ণগঞ্জ-এর মত শহরে ফিদিয়া হইবে কমপক্ষে ২২৫ টাকা। আল্লাহ যাহাদের মালী হালাত ভাল করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এইসব জামাতের উদ্বৃত্ত ফিদিয়ার টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। এবারকার জন্য ফিৎরানা মাথা পিছু ১১·০০ টাকা ধার্য্য করা গেল। ইহার অর্ধেক হইল ৫ টাকা ৫০ পয়সা। অবস্থানুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরা বা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দেওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবেন, এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দিতে হইবে। যে জামাতে ফিৎরানা লইবার লোক নাই অথবা ফিৎরানা বিতরণের পর উদ্বৃত্ত টাকা থাকে সেই টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে, মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হইতে শতকরা দশ ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে' এইরূপ ভাবে যাহাদের উপর যাকাত ফরয, তাহারা এই পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হইবেন।

রমজান মাস নফল এবাদত, জিকরে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা নামাজ তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কোরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, এস্তেগফার, মসনুন দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদায় চেষ্টায় রত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব নামাজ তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্‌র বাজামাত-এর ব্যবস্থা করিবেন এবং জামাতের সকল ছেলে-মেয়েদিগকে নিয়া নামাজ পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ বাজামাত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহ্‌ নামাজ বাজামাত আদয় করিবে। স্মরণ রাখিবেন, তারাবীহ্‌ নামাজ পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যায়।

রমজান মাসের শেষের দশ দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইতেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী বেশী বন্ধু ইহাতে শরীক হন তাহার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিবেন। রমজান মাসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাব যথা কিশতীয়ে নুহ, ইসলামী নীতি দর্শন ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি যথা আহমদীয়াতের পয়গাম, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব পুস্তক সমূহের বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ হায়াত এবং তাঁহার কার্যক্রম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সিলসিলার সকল মুরুব্বী ও সর্বশ্রেণীর ওহুদাদার ও সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের জন্য এবং ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য দুনিয়াতে বিশ্বশান্তি কায়েমের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও জামাতীভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন। বন্ধুগণ

স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা পঞ্চদশ শতাব্দী হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করিয়াছি। এই শতাব্দী ইসলামের বিশ্ববিজয়ের শুভ যাত্রার প্রথম শতাব্দী। সুতরাং বন্ধুগণ ঐকান্তিকতার সহিত আল্লাহ-তায়ালার দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করিবেন যেন তিনি সেই গৌরবোজ্জল মহাকল্যাণবর্ষী আল্লাহর বিশ্বশান্তি আমাদিগকে অচিরেই লাভ করার সৌভাগ্য দেন, বিশ্ব-মানব যেন মহা মহিমাময় গুণগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে এবং সুদিনের হাসি মানুষের মুখে ফুটিয়া উঠে। (আমীন)

বাংলাদেশ ও জামাতের সর্বময় কল্যাণের জন্যও দোওয়ার বিশেষ আবেদন করিতেছি। আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াস-সালাম। খাকসার

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

দোওয়ার আবেদন

জনাব বোখারুল ইসলাম এবং জনাব মোহাম্মদ মাসুম—এই দুই ভাগ্যবান যুবককে আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার আপার অনুগ্রহ ও ফজল ও করমে বয়েত করিয়া সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হওয়ার তওফিক দিয়াছেন। বয়েতের পর হইতে তাহারা উভয়ই ভীষণ মোখালেফতের সম্মুখীন। তাহারা নিজেদের ঈমান ও এস্তেকামতে উন্নতি, ঐশী হেফাজত এবং সর্বাবিধ কল্যাণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাহাদের হাফেজ ও নাসের হউন এবং অপরাপরের হেদায়তে লাভের কারণ করুন। আমীন।

সন্তান তওল্লাদ

১। গত ৩০শে এপ্রিল ৮২ইং রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত ১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়ার ইনসপেক্টর বায়তুল মাল শাহ মোহাম্মদ আবদুল গনি ও মিসেস হাসিনা বেগমকে আল্লাহতায়ালা প্রথম কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন (আল-হামদুলিল্লাহ)। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সকাতর দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতককে দীর্ঘজীবি ও খাদেমায়ে-দ্বীন করেন। আমীন।

২। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী খন্দকার আনু মিঞা সাহেবকে গত ২৮/৫/৮২ ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৬-২০ মিঃ আল্লাহতায়ালা এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। সন্তান ও মাতার শারিরীক সুস্থতার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

তওবার কবুলিয়ত

একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা

ইহা একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা। শিবলী (রাহঃ) একজন খুব বড় বুজুর্গ ছিলেন। তিনি আমীর খান্দানের লোক ছিলেন এবং বাগদাদের বাদশাহ্‌র গভর্নর ছিলেন। কোন এক ব্যাপারে বাদশার সংগে সলা-পরামর্শ করার জন্য তিনি নিজ প্রদেশ হইতে রাজধানীতে গমন করেন। ঠিক এই সময়ে ইরান কর্তৃক নিয়োজিত কোন এক দুশমনের সংগে মোকাবেলা করার জন্য বাগদাদের বাদশা একজন সিপাসালারকে প্রেরণ করেন। ইহার পূর্বে কয়েকটি সৈন্যদল এই দুশমনের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। বাগদাদের বাদশাহর উপরোক্ত সিপাহসালার এই দুশমনকে পরাস্ত করেন এবং পুনরায় এই অঞ্চলকে বাদশাহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। যখন তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বাগদাদে তাহাকে একটি খুব বড় ধরনের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইল এবং তাহাকে পুরস্কৃত করার জন্য বাদশা নিজেও একটি দরবারে-খাছ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। তাহার কীর্ত্তির জন্য এই দরবারে-খাছ-এ তাহাকে একটি খেলাত প্রদান করা সাব্যস্ত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সফর হইতে ফিরিবার পথে তাহার সর্দ্দি হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য ছিল যে নিজ গৃহ হইতে আসার সময় তিনি রুমাল সংগে লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন তাহাকে খেলাত দেওয়া হইল, ইহার পর নিয়মানুসারে এই বলিয়া তাহার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল যে আমি আপনার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ, আপনি আমার উপর বড় এহসান করিয়াছেন এবং এই চারগজ কাপড়ের জন্য আমার সন্তানেরা ও তাহাদের বংশধরেরা আপনার গোলাম হইয়া থাকিবে। যখন তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উঠিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাহার হাঁচি আসিয়া গেল এবং নাক হইতে বালগম (কফ) বাহির হইয়া পড়িল। মুখের উপর কফ রাখিয়া যদি তিনি বক্তৃতা করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহাকে হত্যা করা হইত। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া এইদিক সেইদিক হাত বাড়াইলেন। যখন দেখিলেন যে রুমাল পাওয়া গেল না, তখন সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া ঐ জুব্বায় (খেলাতে) তিনি নাক মুছিয়া লইলেন। বাদশাহ ইহা দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই খবিছের খেলাত খুলিয়া ফেল। এই ব্যক্তি আমার খেলাতের অবমাননা করিয়াছে। আমার দেওয়া পুরস্কারে নাক মুছিয়াছে। বাদশার এই সকল কথা বলার সংগে সংগে শিবলী নিজের চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং ক্রন্দন করিতে শুরু করিলেন। যেহেতু তাহার হৃদয়ে নেকী ও তক্‌ওয়া ছিল, খোদা তাহার হেদায়তের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করিলেন। তিনি যখন চিৎকার করিলেন, তখন বাদশা কহিলেন, আমি এই ব্যক্তির উপর রাগ করিয়াছি। তুমি কেন কাঁদিতেছ? তিনি (শিবলী) দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, বাদশা, আমি এস্তেফা পেশ করিতেছি। বাদশা বলিলেন, অসময়ে এ

কি কথা বলিতেছ? তোমার কি হইয়াছে? কেন তুমি ইস্তফা দিতেছ?" তিনি বলিলেন, "বাদশাহ্‌, এই কাজ আমি আর করিতে পারিব না।" বাদশাহ বলিলেন, "আসলে তোমার কি হইয়াছে?" তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এই ব্যক্তি (সিপাহসালার) আজ হইতে দুই বৎসর পূর্বে এই এলাকা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে এমন একটি এলাকায় প্রেরণ করা হইয়াছিল যে এলাকা হইতে দেশের বড় বড় বাহাদুর জেনা রেলেরাও পরাজয় বরণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে এমন একটি এলাকায় প্রেরন করা হইয়াছিল যাহা দ্বিতীয় বার জয় করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব মনে করা হইত। এই ব্যক্তি দুই বৎসর বাহিরে ছিল, জংগলে ছিল, পাহাড়ে পর্বতে ছিল ও দুশমনের সংগে অবিরাম যুদ্ধ করিল। এই ব্যক্তি প্রতিদিন, প্রতি সকাল ও প্রতি সন্ধ্যায় মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া আসিত। প্রতি সন্ধ্যায় তাহার স্ত্রী মনে করিত যে সে সকাল বেলায় বিধবা হইয়া যাইবে এবং সকালে যখন সে ঘুম হইতে উঠিত তখন ভাবিত যে সন্ধ্যাকাল আমার জন্য বৈধ্যব্যের অবস্থা লইয়া আসিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় যখন তাহার সন্তানেরা শুইতে যাইত, তখন মনে করিত যে সকালবেলা আমরা এতিম হইয়া যাইব। সকালবেলা যখন তাহার সন্তানেরা ঘুম হইতে উঠিত তখন ভাবিত যে সন্ধ্যাবেলা আমরা এতিম হইয়া যাইব। এক অবিরাম বাণীর পর এই ব্যক্তি এত বড় দেশ জয় করিল এবং আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিল। ইহার বিনিময়ে আপনি তাহাকে কয়েক গজ কাপড় দান করিলেন। যাহার মূল্যই বা কি! কিন্তু সে বাধ্য হইয়া এই খেলাত দ্বারা নিজের নাক মুছিয়াছিল। কেবল এই কারণে আপনি তাহার উপর এত ক্ষেপিয়া গেলেন। আমি ঐ খোদার সামনে কি জবাব দিব যিনি আমাকে এমন একটি দেহ দান করিয়াছেন যাহা কোন বাদশাহ্‌ তৈয়ার করিতে পারে না। যে খোদা আমাকে এই খেলাত দান করিয়াছেন এবং আমি আপনার জন্য ইহা নোংড়া করিতেছি, আমি আমার খোদাকে এই ব্যাপারে কি জবাব দিব?" এই কথা বলিয়া সে দরবার হইতে বাহির হইয়া গেল কিন্তু সে এত জালেম ছিল যে যখন মসজিদে গেল এবং বলিল, "আমি তওবা করিতে চাই' তখন প্রত্যেকে এই কথা বলিল, কমবখ্‌ত, শয়তানের তওবা কি কখনও কবুল হইতে পারে? এখান হইতে বাহির হইয়া যাও।"

তিনি (শিবলী) সব এলাকা ঘুরিতে শুরু করিলেন। কিন্তু তাহার তওবা কবুল করার জন্য কাহারও সাহস হইল না। অবশেষে তিনি জুনেয়দ বোগদাদী (রাহঃ)-এর নিকট পৌছিলেন এবং সবিস্তারে নিজের অপরাধের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, এখন আমি তওবা করিতে চাই, আমার তওবা কি কবুল হইতে পারে? তিনি বলিলেন, 'হাঁ কবুল হইতে পারে। কিন্তু একটি শর্ত আছে। প্রথমে এই শর্ত গ্রহণ কর।' শিবলী বলিলেন, ঐ শর্ত কি তাহা আমাকে বলেন, আমি সকল শর্ত মানিতে প্রস্তুত।' তিনি বলিলেন, 'যে শহরে তুমি গভর্নর ছিলে সেখানে যাও এবং সকল গৃহে ধর্না দাও এবং বল যে আমি তোমাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং যে সমস্ত জুলুম তুমি জনগণের উপর করিয়াছ

ঐ সকল লোকদের নিকট ক্ষমা চাও।' শিবলী বলিলেন, 'আমি এই শর্ত সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলাম।' অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন এবং প্রতি গৃহের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিতে শুরু করিলেন। যখন লোকেরা ঘর হইতে বাহির হইত তিনি বলিতেন, 'আমি শিবলী—যে এখানকার গভর্নর ছিল—আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি এবং তোমাদের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি। এখন আমি তোমাদের সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।' লোকেরা উত্তর দিত, 'আচ্ছা, আমরা আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। কিন্তু নেকীর বীজ হামেশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নতুন নতুন রং ধারন করে। তিনি দশ বারটি গৃহে যাওয়ার পরে পরেই সমস্ত শহরে আগুনের মত এই কথা ছড়াইয়া পড়িল, ঐ গভর্নর যে গতকাল পর্যন্তও এত বড় জালেম বলিয়া খ্যাত ছিল সে আজ প্রতি গৃহে গৃহে ধর্না দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। ইহাতে জনগণের হৃদয়ে রুহানিয়তের জলধারা প্রবাহিত হইল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে আমাদের খোদা কত শক্তিশালী যে এমন ধরনের জালেমদেরকেও নেকী ও তওবা করার তৌফিক দান করেন। অতঃপর এইরূপ হইল যে, জুনেয়দ (রাহ্‌ঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী শিবলী (রাহ্‌ঃ) নগ্ন পায়ে প্রতিটি গৃহের দ্বারপ্রান্তে গিয়া ধর্না দিতে থাকেন। কিন্তু দরজা খুলিয়া অভিযোগ ও অনুযোগ করার পরিবর্তে ক্রন্দন করিতে করিতে লোকজন গৃহ হইতে বাহির হইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে আপনি আমাদিগকে আর লজ্জা দিবেন না। আপনিও আমাদের বিশেষ সম্মান যোগ্য এক ব্যক্তি এবং আপনি আমাদের রুহানী বুজুর্গ। আপনি আমাদিগকে আর এভাবে লজ্জা দিবেন না। মোট কথা, সমস্ত শহরবাসীর নিকট তিনি ক্ষমা চাহিয়া লইলেন। অতঃপর জুনেয়দ (রাহ্‌ঃ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি শিবলী (রাহ্‌ঃ)-এর তওবা কবুল করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের শিষ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। আজ শিবলী (রাহ্‌ঃ)-কে মুসলমানদের বড় বড় ওলীদের মধ্যে অন্যতম মনে করা হয়।

[সায়রে রুহানী (দ্বিতীয় খণ্ড)]

প্রণেতা : **হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)**

অনুবাদ—**জনাব নাজির আহমদ ভুইয়া**

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

[২৩ পৃষ্ঠার পর]

ঐ উমর (রাঃ) যিনি পূর্বে অত্যাচার করিতে ও হত্যা করিতে আনন্দ পাইতেন এখন তিনি মার খাইতে ও অত্যাচার সহ্য করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ স্বয়ং হযরত উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, "ঈমান আনিবার পর আমি মক্কার অলিতে-গলিতে মার খাইতে লাগিলাম।"

মূল : **হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ**

অনুবাদ : **অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৩)

হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে যাহা মক্কায় বিরোধিতার আগুনকে আরও জোরদার করিয়া তোলে। হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথম দিকে ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন। একদিন তিনি বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাহার খেয়াল হইল, "ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যা করি না কেন? তাহা হইলে তো এই আপদ চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইবে।" তাঁহার মনে এই চিন্তা হওয়া মাত্র তিনি তাঁহার তরবারি লইলেন এবং হযরত রসুল করিম (সাঃ) এর সন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। রাস্তায় তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। হযরত উমর (রাঃ)-কে এই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার বন্ধু হতভম্ব হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমর! তুমি কোথায় যাইতেছ?" হযরত উমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, "আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করিতে যাইতেছি।" তাঁহার বন্ধু বলিলেন, "মুহাম্মদ (সাঃ-কে হত্যা করিয়া তাঁহার গোত্র হইতে রক্ষা পাইবে কি? তাছাড়া তোমার নিজের ঘরের খবর রাখ কি? তোমার বোন ও বোন-জামাই ত মুসলমান হইয়া গিয়াছে।" এই সংবাদে তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি যে ইসলামের ঘোর শত্রু এবং যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করিতে যাইতেছে। কিন্তু আমারই বোন ও বোন-জামাই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। যদি ইহাই হইয়া থাকে তবে আগে বোন ও বোন-জামাই-এর সহিত মোকাবিলা করা দরকার।" এই চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার বোনের গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার বোনের দরজায় উপস্থিত হইলে গৃহাভ্যন্তর হইতে কোন কিছু সুমিষ্ট স্বরে পাঠ করিবার শব্দ তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। খাব্বাব (রাঃ) তাঁহার বোন ও বোন-জামাইকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেছিলেন। উমর (রাঃ) দ্রুতবেগে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদধ্বনি শুনিয়া খাব্বাব (রাঃ) তো গৃহের এক কোণায় আত্মগোপন করিলেন এবং তাঁহার বোন ফাতেমা কোরআন শরীফের পাতাগুলি লুকাইয়া ফেলিলেন। হযরত উমর (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি শুনিলাম তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ।" এই কথা বলিয়াই তিনি তাঁহার বোন-জামাইকে যিনি তাঁহার চাচাতো ভাই ছিলেন আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। ফাতিমা (রাঃ) যখন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামীর উপর আঘাত হানিতে হাত উঠাইয়াছেন তখন তিনি তাঁহার স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার স্বামী ও ভায়ের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িলেন। উমর (রাঃ) মারিবার জন্য হাত তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার হাত দ্রুতবেগে তাঁহার বোন-জামাই-এর মুখের দিকে পতিত হইতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহার হাতকে প্রতিহত করা তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে ছিল। কিন্তু তখন তাঁহার হাতের নীচে তাঁহার বোন-জামাই-এর পরিবর্তে তাঁহার বোন ছিল। উমর (রাঃ)-এর হাত সজোরে ফাতেমা (রাঃ)-এর উপর আঘাত হানিল এবং তাঁহার নাক হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ফাতেমা (রাঃ) তো মার খাইলেন। কিন্তু তিনি সাহসিকতার সঙ্গে বলিলেন, "উমর (রাঃ)! ইহা সত্য যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং স্মরণ রাখিও আমরা এই ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এখন তুমি যাহা খুশী তাহাই করিতে পার।" উমর (রাঃ) একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি অত্যাচার করিয়া থাকিলেও অত্যাচার তাঁহার বীরত্বকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। স্বহস্তে একজন নারীকে

যিনি তাঁহারই আপন বোন, আঘাত করিবার ফলে লজ্জায় ও অনুশোচনায় তাঁহার মাথা কাটা গেল। বোনের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত নির্গত হইতেছিল। উমর (রাঃ)-এর ক্রোধ দূর হইয়া গেল। বোনের নিকট মাফ চাহিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইতেছিল। তাই তিনি কোন বাহানা না করিয়া বোনকে বলিলেন, "তোমরা যাহা পড়িতেছিলে তাহা আমাকেও পড়িয়া শুনাও।" ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, "আমি দিব না, কারণ তুমি ঐ পাতাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।" উমর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, "না, না। আমি তাহা করিব না।" তখন ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, "তুমি তো অপবিত্র, গোসল করিয়া এস। তাহা হইলে আমি তোমাকে এইগুলি দিব। অনুতপ্ত হওয়ার জন্য উমর (রাঃ) সমস্ত কিছুই করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি গোসল করিতেও রাজী হইলেন। গোসল করিয়া আসিলে ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার হস্তে কোরআন শরীফের ঐ পাতাগুলি দিলেন। ঐ পাতাগুলিতে কোরআন শরীফের সুরা 'তাহা'র কতকগুলি আয়াত ছিল। তিনি পড়িতে পড়িতে এই আয়াত পর্যন্ত আসিলেন, যাহার অর্থ নিম্নরূপ :—

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ এবং আর কোন উপাস্য নাই, কেবল মাত্র আমিই উপাস্য। হে সম্বোধিত প্রত্যেক ব্যক্তি! আমার এবাদত কর : নামাজ কায়েম কর এবং অন্যান্য সঙ্গীদের সহিত মিলিতভাবে আমার এবাদত প্রতিষ্ঠা কর, গতানুগতিক এবাদত নয়, বরং আমার সম্মানকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবাদত কর। স্মরণ রাখিও, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় আসন্ন এবং ইহাকে প্রকাশ করিবার উপকরণ আমি সৃষ্টি করিতেছি যাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কার্য অনুযায়ী প্রতিদান পাইবে। (সুরা তাহা : আয়াত : ১৫ ও ১৬)

হযরত উমর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করিবা মাত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "ইহা কেমন অদ্ভুত ও পবিত্র বাণী!" এই কথা শুনিয়া খাব্বাব (রাঃ) লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "ইহা হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর দোওয়ারই ফল। খোদার কসম, কালই আমি হযরত রসুলে করিম (সাঃ) কে এই দোওয়া করিতে শুনিয়াছি, 'হে এলাহি, উমর-বিন-খাত্তাব অথবা উমর-ইবনে হিশাম এই দুই জনের মধ্যে যে কোন একজনকে ইসলাম গ্রহণ করিবার তৌফিক দিন।" উমর (রাঃ) দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, আমাকে বলুন, মোহাম্মদ (সাঃ) কোথায় আছেন।" যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারে-আরকামে আছেন, তিনি আগের মতই নগ্ন তরবারি হস্তে সেখানে পৌছিলেন এবং দরজায় করাঘাত করিলেন। সাহাবাগণ দরজার ফাঁক হইতে দেখিতে পাইলেন যে, উমর (রাঃ) নগ্ন তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহারা ভয় পাইলেন যে, দরজা খুলিলে উমর (রাঃ) হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে পারেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) বলিলেন, "ব্যাপার কি? দরজা খুলিয়া দিন।" উমর (রাঃ) একইভাবে নগ্ন তরবারি হস্তে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হযরত রসুলে করিম অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আপনি কি জন্য আসিয়াছেন?" উমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, 'হে আল্লাহর রসুল, আমি মুসলমান হইতে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া মহানবী (সাঃ) উচ্চ স্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীগণও উচ্চ স্বরে এই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহা মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ মক্কায় আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। উমর (রাঃ)-এর সহিতও বল প্রয়োগের সেই একই রীতিনীতি শুরু হইয়া গেল যাহা অন্যান্য সাহাবীগণের সহিত করা হইত। কিন্তু

(বাকী অংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংবাদ

লাজনা এমাউল্লাহর
কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমার জরুরী এলান

বাংলাদেশ লাজনার সকল সংগনকে জানানো যাইতেছে যে চলতি সালের কেন্দ্রীয় ইজতেমা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী **১৩ই জুন রোজ রবিবার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে।** সকাল ৯ ঘটিকা হইতে শুরু হইয়া বিকাল ৬ ঘটিকায় শেষ হইবে। ইজতেমার সিলেবাস নিম্নে দেওয়া হইল। সকল সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সাহেবানদেরকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে তাহারা যেন নিজ নিজ সংগঠনের সকল লাজনা ও নাসেরাতকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ভালমত শিক্ষা দেন। আপনাদের অবগতির জন্য আরো জানানো যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় ইজতেমায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক লাজনা ও নাসেরাত নিজ নিজ দায়িত্বে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করিবেন। ঐ দিন দুপুর বেলার খাবার এখান হইতে দেওয়া হইবে।

ইজতেমার সিলেবাস

নাসেরাতুল আহমদীয়া :

গ্রুপ—'ক'—(৪র্থ শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী)

১। মৌখিক পরীক্ষা—বিষয়—রাহে ইমান ২য় খণ্ড ও ধর্মীয় সাধারন জ্ঞান।

২। তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতা বিষয়—সুরা আল্-শামস-অর্থ সহ।

গ্রুপ—'খ'—(৭ম ও ৮ম শ্রেণী)

১। মৌখিক পরীক্ষা বিষয়—ইসলামী ইবাদত ২য় খণ্ড ও দীনি মালুমাত

২। নযম প্রতিযোগিতা বিষয়—'একনা একদিন পেশ হোগা তু খোদাকে সামনে'।

(গ্রুপ—'গ'—(৯ম ও ১০ম শ্রেণী)

১। মৌখিক পরীক্ষা—বিষয়—হায়াতে তাইয়েবা পুস্তক।

২। তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতা : বিষয়—সুরা জুমআ' অর্থসহ।

লাজনা এমাউল্লাহ

১। ছোট গ্রুপ—(ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হইতে এইচ. এস. সি) মৌখিক পরীক্ষা—বিষয় : কিশতিয়ে নূহ ও হায়াতে তাইয়েবা পুস্তক।

২। বড় গ্রুপ—(ছোট গ্রুপ ব্যতীত সকলেই এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত) মৌখিক পরীক্ষা—বিষয় : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বান ও ঐশী বিকাশ পুস্তক।

৩। লাজনার দুই গ্রুপের ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা—দুই দলে ২০জন করিয়া মোট ৪০ জন।

এতদ্ব্যতীত, খেলা-ধুলা-মূলক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইবে।

মাকসুদা রহমান

জেঃ সেঃ বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ

তিন দিন ব্যাপী

বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার তৃতীয় মজলিশে শূরা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

বিগত ২৮, ২৯, ৩০শে মে ১৯৮২ইং রোজ শুক্র শনি ও রবিবার বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় বাৎসরিক মজলিশে শুরা বাংলাদেশ জামাতের মোহতারম জনাব আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে, আল্লার ফজলে সফলতার সহিত দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অর্থাৎ রোজ শুক্রবার জু'মার নামাযের পর বিকাল সাড়ে তিন ঘটিকায় প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। কুরআনপাক তেলাওত করেন জনাব মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণে আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন এবং মজলিশে শুরার নিয়মাবলী এবং কর্মসূচীর উল্লেখ করেন এবং সেই সঙ্গে রাবোয়ায় অনুষ্ঠিত বিগত বিশ্বকেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করে শুনান মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। সদর মুরুব্বী। অতঃপর শূরার কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নোক্ত দুইটি সাব কমিটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গঠিত হয়।

ক। সাধারণ বিষয়ক সাব কমিটি এবং খ। অর্থ বিষয়ক সাব কমিটি।

প্রথম অধিবেশনের শেষাংশে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী ইসলাহ-ও-ইরশাদ, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী তালীফ ও তসনিফ, সেক্রেটারী ওয়াকফে আরজী শতবার্ষিকী জুবিলী তাহাদের নিজ নিজ দফতরের রিপোর্ট পেশ করেন। পরের দিন রোজ শনিবার প্রথম অধিবেশনে মোকামী জামাতের প্রেসিডেন্ট / প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জামাতের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। ঐদিন বিকালের অধিবেশনে বাংলাদেশ জামাতের অন্যান্য সেক্রেটারীগণ যথা—উমুরে আমা, অসিয়ত, রেস্তানাতা, তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর জামাতের মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমগণ নিজ নিজ কাজ কর্মের বার্ষিক রিপোর্ট অত্যন্ত আন্তরীকতা এবং গঠনমূলকভাবে পেশ করেন।

রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় ঐদিনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সর্ব প্রথম দুইজন ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল নিজ নিজ পরিদর্শন রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর সাধারণ বিষয়ক সাবকমিটি এবং অর্থ বিষয়ক সাব কমিটি নিজ নিজ প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাব সমূহের উপর শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে মজলিশে শুরার সদস্যগণ আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের মধ্যে জামাতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাৎসরিক জামাতী বাজেট, ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ সংক্রান্ত পূর্ণ হিসাব এবং আহমদীয়া আর্ট প্রেসের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা যথাযথ অনুমোদনের জন্য খলিফায়ে-ওয়াক্তের (আইঃ) নিকট পেশ করা হইবে।

উল্লেখ্য যে, এই মজলিসে শুরায় মোট ২২টি জামাত হইতে প্রেসিডেন্ট ও নোমায়েন্দাগণ যোগদান করেন।

—সেক্রেটারী, মজলিসে শুরা

খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ ৩০শে মে, ১৯৮২ ইং রোজ রবিবার বাদ আসর দারুত তবলীগ মসজিদে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ঢাকার সদস্য ছাড়াও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসে শুরায় আগমনকারী প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী) পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন এবং নযম পাঠ করেন মৌঃ মাযহারুল হক সাহেব। অতঃপর নিম্নোক্ত বক্তাগণ খেলাফত সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। ১। খেলাফত দিবসের তাৎপর্য ঃ মৌঃ মকবুল আহমদ খান সাহেব। খেলাফত আলা মিনহাজিনবুয়ত ঃ আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। ৩। খেলাফতের বারাকাত ঃ মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। চা-আপ্যায়ন ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ ২৭/৫/৮২ইং রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবের সভাপতিত্বে "মসজিদে মোবারক" ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌলভী শামসুজ্জামান সাহেব। উর্দু ও বাংলা নজম পাঠ করেনযথাক্রমে জনাব জাফর আহমদ ও মৌলভী ছলিমউল্লাহ সাহেব। অনুষ্ঠানে খেলাফতের তাৎপর্য্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব আব্দু মিয়া খন্দকার, আবদুল হাদী ও মৌলভী ছলিম উল্লাহ সাহেব। অতঃপর সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত সহ প্রায় ১০০ (একশত) জন উপস্থিত ছিলেন। সংবাদদাতা ঃ **শেখ বশির আহমেদ** মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

পরীক্ষায় কৃতিত্ব

চট্টগ্রামের জনাব আমানুল্লাহ খান সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা তানিয়া খান চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মেধা ভিত্তিক (টেলেন্ট পুলে) প্রথম গ্রেডে সপ্তম স্থান লাভ করিয়াছে।

তেমনি তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে শওকত আহমদ খানও চট্টগ্রাম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সে ১৯৭৮ সনে একই বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে প্রথম গ্রেডে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিল। তাহাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী কামিয়াবীর জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস-সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar